



40924 - যবে জ্যোতষীণী (কবরীজ) চায়বে কাপ পড়া দয়ে তার প্রতী উপদশে

প্রশ্ন

এক নারী চায়বে কাপ পড়া দয়ে। সবে একটী অশ্লীল ম্যাগাজনীে তার ঠকানা প্রচার করছে। আমী আশা করব তাকে উদ্দেশ্যে করে নসহিত পশে করবনে।

প্রয়ী উত্তর

আলহামদু ললীলাহ।

এ প্রশ্নটোত্তরে দুটো দকী রয়েছে:

প্রথম দকী: এই কর্মরে হুকুম:

নঃসন্দহেবে জ্যোতষীপনা, জাদুবৃত্তী, রাশী গণনা জঘন্যতম গুনাহ, পৃথবীতে বশীঙ্খলা সৃষ্টি করা ও অন্যায়ভাবে মুসলমানদেরকে কষ্ট দয়ের অন্তর্ভুক্ত।

তবে আলমেগণ এ ব্যাপারে মতভদে করছেন যে, জ্যোতষী কী কাফরে হয়ে যাবে, ইসলাম থেকে খারজী হয়ে যাবে; নাকী তার কুফরটী ছোট কুফর শ্রণীয়।

যারা বলছেন যে, সবে কাফরে হয়ে যাবে তারা ইমাম আহমাদ কর্তৃক মুসনাদে আহমাদে (৯১৭১) সংকলতি হাদসীে দয়ীে দললীে দনে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি কোন জ্যোতষী বা গণকরে কাছে এসে সবে যা বলে তাতবে বশীবাস করল সবে ব্যক্তি মুহাম্মাদরে উপর যা নাযলী হয়েছে সটোকবে অস্বীকার করল।” [আলবানী ‘সহীল জামে’ গ্রন্থে (৫৯৪২) হাদসীটকীে সহহীে বলছেন]

এবং যহেতু এটী গায়বেরে ইলমরে দাবী। যবে ব্যক্তি গায়বীে ইলম দাবী করে সবে কাফরে হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলনে: “তনী গায়বেরে আলমে (জ্গণনওয়ালা) এবং স্ববীয় গায়বেরে খবর কারো কাছে প্রকাশ করনে না; তাঁর মনোনীত কোন রাসূল ব্যতীত।” [সূরা জ্বনি, ৭২:২৬-২৭] এবং তনী আরও বলনে: “বলুন, আসমানসমূহ ও জমনীে যারা আছে তারা গায়বে জানে না; তবে আল্লাহ ব্যতীত।” [সূরা নামল, আয়াত: ৬৫]

দ্বতীয় দকী: এই নারীর প্রতী উপদশে যনী এই কর্মটতে লপ্ত আছে: তনী যনে এই কাজটী ছড়ে দনে, এর থেকে দূরে



সরে আসনে, আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। কারণ এটি জঘন্য কবরী গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। তিনি যেনে এই নকিষ্ট কর্মের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কষ্ট দয়ো থেকে আল্লাহকে ভয় করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যারা ঈমানদার নরনারীকে কোন অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দিয়ে তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৮]

এই নারীর কর্তব্য হল: হঠাৎ করে মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফরেশেতা) এসে যাওয়া ও অনুতপ্ত হওয়ার সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বে এই কর্ম থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। তার উচতি হল এ সকল বিষয় থেকে তার প্রভুর কাছে আশ্রয় চাওয়া; যাঁর হাতে রয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং শয়তান যেনে ধোঁকাতো ফলে তাকে জাহান্নামে নকিষে না করে; নাউযুবিল্লাহ (আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই)।

এই নারী তার এ কর্ম দিয়ে দুর্বল ঈমানের অধিকারী মুসলমানদেরকে ফতিনায় নমিজ্জতি করছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশিচয় যারা মুমনি নর ও নারীদেরকে ফতিনাগ্রস্ত করে, অতঃপর তাওবা করে না তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ও আগুনের শাস্তি” [সূরা বুরূজ, আয়াত: ১০]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

“জ্যোতিষবিদ্যা (রাশবিদ্যা), হাত দেখা, চায়রে কাপ পড়া, রাখা চনো এবং এ জাতীয় আরও যা জ্যোতিষী, গণক ও জাদুকররা দাবী করে থাকে সবগুলো জাহলৌ বিদ্যা; যা শখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করছেন এবং জাহলৌ যুগের মানুষদের কর্ম; ইসলাম যগুলোকে বাতলি ঘোষণা করছে। এগুলো করা থেকে, এগুলো যে করে তার কাছে আসা থেকে, তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেসে করা থেকে কথিবা সে যা বলে তা বিশ্বাস করা থেকে ইসলাম সাবধান করছে। যহেতু এটি গায়বী ইলমের অন্তর্ভুক্ত যা কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

প্রত্যকে যে ব্যক্তি এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত তার প্রতি আমার উপদশে হল তিনি আল্লাহর কাছে তাওবা করুন ও ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। এক আল্লাহর উপর নির্ভর করুন এবং শরয়ী ও বস্তুগত বধি উপায়-উপকরণ গ্রহণ করার সাথে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। এ বিষয়গুলো পরহির করুন এবং এগুলো থেকে দূরে থাকুন। এসব চর্চাকারীর কাছে জানতে চাওয়া ও তাদেরকে বিশ্বাস করা থেকে সাবধান থাকুন— আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নমিত্তে, নজিরে দ্বীনদারী ও আকাদি রক্ষার্থে, আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচার স্বার্থে, শরিক ও কুফরের ওসলিগুলো থেকে দূরত্ব রক্ষার্থে; যগুলোর উপরে মারা গেলে ব্যক্তি দুনিয়া-আখিরাত সব হারাবে। [সমাপ্ত] [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (২/১২০-১২২)]

এখানে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করাও বাঞ্ছনীয় যে, এ নারী এই হারাম ও জঘন্য কর্মের মাধ্যমে যা উপার্জন করছেন সটোও হারাম। দললি হচ্ছে সহহি বুখারী (২২৩৭) ও সহহি মুসলমি (১৫৬৭) আবু মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য, বশ্যার উপার্জন এবং জ্যোতিষীর হাদিয়া থেকে নষিধে করছেন।



ইমাম নববী (রহঃ) এ হাদিসেরে ব্যাখ্যায় (১০/৪৯০) বলেন: আমাদের আলমেদেরে মধ্যে বাগাভী এবং কাযী ইয়ায বলছেন:
জ্যোতষীর হাদিয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানরো ইজমা (ঐক্যমত) পোষণ করছে। যহেতে এটি হারাম কর্মরে বনিমিয়
এবং যহেতে এটি অবধৈভাবে সম্পদ উপার্জন।